بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের প্রেক্ষাপটে তায়েফের যুদ্ধাভিযানের বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

বিগত কয়েকটি খুতবায় **তায়েফের** যুদ্ধের বর্ণনা চলছিল। এই সময় এক সাহাবী আলোচনার উদ্দেশ্যে তায়েফের লোকদের কাছে গিয়েছিলেন। তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, তারা তার কোন ক্ষতি করবে না। কিন্তু যখন তিনি দুর্গের নিকটে পৌঁছালেন, তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তাকে শহীদ করে ফেলল। কিন্তু এর পরও মহানবী (সা.) মিলনের চেষ্টা ছাড়েননি এবং আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য হযরত হনযালা (রা.)-কে প্রেরণ করলেন। তখনও তায়েফের লোকেরা তাঁর উপর আক্রমণ চালাল। তখন মহানবী (সা.) বললেন, **কে আছে, যে হনযালাকে বাঁচিয়ে আনবে?** তখন হযরত আব্বাস (রা.) এগিয়ে গেলেন এবং তাঁকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন।

তায়েফবাসী ও কুরাইশদের মধ্যে দীর্ঘদিনের সুসম্পর্ক ছিল। এজন্য সমঝোতার উদ্দেশ্যে হযরত আবু সুফিয়ান বিন হারব (রা.) এবং হযরত মুগীরাহ বিন শু'বাহ (রা.) দুর্গের ভেতরে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের কথাও তায়েফবাসী মানল না। তবে দুর্গের লোকেরা এই অনুরোধ জানাল যে, **মুহাম্মদ (সা.)-কে বলুন, আমাদের বাগানগুলো যেন ধ্বংস না করেন। আল্লাহ্‌র জন্য এবং আত্মীয়তার খাতিরে সেগুলোকে যেন ছেড়ে দেওয়া হয়** । মহানবী (সা.) তাদের এই অনুরোধ মেনে নিলেন এবং বাগানগুলো নষ্ট না করার নির্দেশ প্রদান করলেন। এটি তাঁর (সা) চরিত্রের এমন একটি চমৎকার উদাহরণ যে, আল্লাহ্‌র দোহাই দেওয়ার কারণে তিনি এমন একটি আদেশ ফিরিয়ে নিলেন যা যুদ্ধের পুরো চিত্র বদলে দিতে পারত। এসময় তিনি (সা.) ঘোষণা করলেন যে, যে গোলাম দুর্গের প্রাচীর টপকে আমাদের কাছে চলে আসবে, সে মুক্ত হয়ে যাবে। এতে ২৩ জন গোলাম প্রাচীর থেকে নেমে তাঁর (সা.)-এর কাছে চলে এলো। এতে দুর্গবাসীরা আরও ক্ষুব্ধ

হয়ে উঠল। মহানবী (সা.) সেই দাসদের মুক্ত করে এক একজন মুসলমানের কাছে অর্পণ করলেন এবং ওই দাসের দায়িত্ব তাদের উপর অর্পিত হলো। তিনি (সা.) এ নির্দেশও দিলেন যেন তাদেরকে ভালোভাবে দ্বীনি জ্ঞান শেখানো হয়।

এক সময় **উয়াইনা বিন হাসন ফুজারী** মহানবী (সা.)-এর কাছে অনুমতি চাইলেন যে তিনি দুর্গের ভেতরে গিয়ে বনু সাকীফ গোত্রকে ইসলামের দাওয়াত দেবেন। (উয়াইনা বিন হাসন মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তার সম্পর্কে বলা হয় যে, মহানবী (সা.) তাকে **আলআহ্‌মাকুল মুতা** অর্থাৎ **একজন নেতা, কিন্তু বোকার মতো** বলে অভিহিত করেছিলেন)। অনুমতি পাওয়ার পর উয়াইনা দুর্গের ভেতরে পৌঁছে, ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার পরিবর্তে, বানু সাকীফকে ইসলামের বিরুদ্ধে আরও উসকে দিলেন এবং ফিরে এসে শুধুই মিথ্যা কথা বললেন। আল্লাহ্‌তা'লা ওহীর মাধ্যমে মহানবী (সা.)-কে এ সংবাদ পৌঁছে দিলেন যে, সে সেখানে আসলে কী বলেছে। তখন মহানবী (সা.) তার মিথ্যাকে প্রকাশ করতে গিয়ে উয়াইনার সেই সব কথাগুলোই পুনরাবৃত্তি করলেন যা সে সেখানে বলেছিল। এটা শুনে উয়াইনা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল।

অবরোধের পরিস্থিতি বিবেচনা করে মহানবী (সা.) যখন হযরত নওফল বিন মুআবিয়া'র সাথে পরামর্শ করলেন, তখন তিনি বললেন, এটি এমন একটি অবস্থা যেমন শিয়াল তার গর্তে লুকিয়ে আছে। যদি আমরা এর উপর লেগে থাকি, তাহলে তাকে ধরে ফেলব, আর যদি ছেড়ে দিই, তাহলে সে আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এই কথা শুনে তিনি (সা.) অবরোধ তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

হুযূর আনোয়ার বলেছেন যে, শুধু পরামর্শের ভিত্তিতে নয়, বরং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেও কোনো বিশেষ দিকনির্দেশনা বা ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল, কারণ মহানবী (সা.)-এর যুদ্ধাভিযানে এটিই ছিল প্রথম ঘটনা যে তিনি এত গুরুত্বপূর্ণ একটি অভিযানকে আপাতদৃষ্টিতে অসমাপ্ত রেখে যাচ্ছিলেন। এই প্রসঙ্গে, মহানবী (সা.) -এর একটি স্বপ্নের কথাও জানা যায় যা তিনি হযরত আবু বকরকে শোনান। মহানবী (সা.) বললেন, **আমি স্বপ্নে দেখলাম যে একটি পাত্রে মাখন আমার কাছে এসেছে, তারপর একটি মোরগ ঠোঁট মেরে সেই পাত্রটি ফেলে দিল**। হযরত আবু বকর বললেন, আমার ধারণা, **আপনি সাকেফদের কাছ থেকে যা চাইছিলেন, তা এবার অর্জন করতে পারবেন না**। রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)ও তাঁর এই ধারণার সমর্থন করলেন।

যখন অবরোধ তুলে নেওয়ার ঘোষণা করা হলো, তখন কিছু উদ্যমী তরুণ-যুবকের প্রতিক্রিয়া ছিল যে, আমরা কেন বিজয় ছাড়া ফিরে যাচ্ছি? প্রথমে তারা হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.)-এর কাছে গেল এই অনুরোধ নিয়ে যে, তারা যেন মহানবী (সা.)-এর কাছে বিজয় না আসা পর্যন্ত অবরোধ চালিয়ে যাওয়ার আবেদন জানান। কিন্তু যখন এই দুজন (আবু বকর ও উমর) অস্বীকার করলেন, তখন এই তরুণেরা নিজেরাই রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হলো এবং অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ভঙ্গিতে আরজ করল, **হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)! আমরা যুদ্ধ করব**। তিনি বললেন, **ঠিক আছে! কাল সকালে যুদ্ধ করো**। পরের দিন সকালে আঘাত ছাড়া তাদের আর কিছুই অর্জিত হলো না। এরপর মহানবী (সা.) বললেন যে, **কাল সকালে আমরা ফিরে যাব**। এতে সেই তরুণেরাও আনন্দের প্রকাশ করল। তাদের মতের এই পরিবর্তন দেখে মহানবী (সা.)ও মুচকি হাসলেন।

এই যুদ্ধে কাফেরদের তিনজন নিহত হয়েছিল। তবে তাদের আহত ও অন্য নিহতদের নির্দিষ্ট সংখ্যা জানা যায় না, কারণ তারা সবাই দূর্গের ভেতরেই রয়ে গিয়েছিল। এই যুদ্ধে মুসলমানদের আহতদের সঠিক সংখ্যা জানা নেই, তবে হযরত আবু সুফিয়ান (রা.) ও হযরত আবদুল্লাহ্‌ বিন আবু বকর (রা.)-এর আহত

হওয়ার কথা উল্লেখ আছে। এই যুদ্ধে বারোজন সাহাবী শহীদ হয়েছিলেন, যাদের নাম হলোঃ

হযরত সাঈদ বিন আস (রা.), হযরত আরফাতা বিন জানাব (রা.), হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আবি উমাইয়া (রা.), হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আমির (রা.), হযরত সায়িব বিন হারিস (রা.) এবং তার ভাই আবদুল্লাহ্ বিন হারিস (রা.), হযরত জালিহা বিন আবদুল্লাহ্ (রা.), হযরত সাবেত বিন জলা (রা.), হযরত হারিস বিন সাহল (রা.), হযরত মুনযির বিন আবদুল্লাহ্ (রা.), হযরত রুকাইম বিন সাবেত (রা.), এবং হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আবু বকর, যিনি পরে ইন্তেকাল করেন।

এই যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর দুই সহধর্মিণী হযরত উম্মে সালমা (রা.) এবং হযরত জয়নব (রা.) সাথে ছিলেন। তাদের জন্য দুটি তাঁবু স্থাপন করা হয়েছিল। মহানবী (সা.) এই দুটি তাঁবুর মাঝখানে নামায আদায় করতেন। মহানবী (সা.) কতদিন তায়েফ অবরোধ করেছিলেন, সে বিষয়ে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়, যার মধ্যে দশ থেকে চল্লিশ রাত পর্যন্ত উল্লেখ আছে।

রওয়ানা হওয়ার সময় মহানবী (সা.) বললেন, **আমরা প্রত্যাবর্তনকারী , তওবাকারী, ইবাদাতকারী এবং আমাদের রবের প্রশংসাকারী**-এই কথাগুলো পড়তে পড়তে তোমরা ফিরে যাও। তাঁকে অনুরোধ করা হলো, **হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)! বনু সাকিফের জন্য বদদোয়া করুন**। তাঁর সহনশীলতার এমন অবস্থা ছিল যে, বদদোয়ার পরিবর্তে তিনি তাদের জন্য এই দোয়া করলেন, **হে আল্লাহ্! সাকিফকে হেদায়াত দাও এবং তাদের মুসলমান করে নিয়ে এসো**। এরপর যখন তিনি ফিরে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হলেন, তখন এই দোয়া করলেন, **হে আল্লাহ্! তাদের হেদায়াত দান করো এবং তাদের রসদের মোকাবেলায় আমাদের জন্য তুমিই যথেষ্ট**। মহানবী (সা.)-এর মূল উদ্দেশ্য ছিল এই যে, পথভ্রষ্ট সৃষ্টি যেন আল্লাহ্‌তা'লার দিকে ফিরে আসে। তাই আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর এই দোয়া এমনভাবে কবুল করলেন যে, এক বছরও পার হয়নি, সেই তায়েফের অধিবাসীরাই রমযান নবম হিজরীতে সবাই মুসলমান হয়ে গিয়েছিল।

হুনায়েন-এর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে, যাদের সংখ্যা ছয় থেকে আট হাজার ছিল, সেই দাসদের বসবাসের জন্য অস্থায়ী নির্মাণ করা হয়েছিল, যাতে তারা শীত ও গরমের তীব্রতা থেকে রক্ষা পেতে পারে। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে চব্বিশ হাজার উট, চল্লিশ হাজারের বেশি ভেড়া ও ছাগল, চার হাজার ওকিয়া রূপা যা প্রায় ৪৯০ কেজি হয়, অর্জিত হয়েছিল। এর আগে মুসলমানরা কখনও এত বেশি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ পায়নি। এমন পরিস্থিতিতেও তাঁর (সা.)-এর তাঁর সাহাবীদের (রা.) প্রশিক্ষণের প্রতি এতটাই মনোযোগ ছিল যে, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনের আগে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, এই সম্পদ থেকে এক পঞ্চমাংশ (খুমুস) ছাড়া, আমারও সেই অধিকারই আছে, যা তোমাদের প্রত্যেকের আছে। আর সেই এক পঞ্চমাংশও শেষ পর্যন্ত তোমাদের কাছেই ফিরে আসবে। এরপর তিনি বললেন যে, সুই, সুতা বা এর চেয়েও ছোট কোনো জিনিস যদি কারো কাছে থাকে, তবে তা যেন সে ফিরিয়ে দেয়। তিনি বললেন: **খেয়ানত থেকে বেঁচে থাকো, কারণ কেয়ামতের দিন খেয়ানতকারীর জন্য তা লজ্জা ও কলঙ্কের কারণ হবে**। এ কথা শুনতে পেয়ে একজন সাহাবী উটের লোম দিয়ে তৈরি একটি দড়ি নিয়ে তাঁর (সা.) সামনে উপস্থিত হলেন এবং বললেন যে, তিনি ফাটা জিন সেলাই করার জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে সুতা নিয়েছিলেন।

একইভাবে আরেকজন সাহাবী এলেন, যিনি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে একটি সুচ নিয়ে তার স্ত্রীকে দিয়েছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা শুনে স্ত্রীর কাছে গিয়ে সুচটি ফেরত এনে যুদ্ধলব্ধ সম্পদে রেখে দিলেন।

মহানবী (সা.) যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনের সময় মন জয় করার বিষয়টি মাথায় রেখে প্রথমে গোত্রের প্রধান

ও সর্দারদের সম্পদ প্রদান করলেন। এই সর্দাররা নিজেদের গোত্রে সম্মানের অধিকারী ছিলেন। তিনি তাদের প্রত্যেককে একশো বা পঞ্চাশটি করে উট প্রদান করলেন। এরপর তিনি (সা.) হযরত যায়দ বিন সাবেত (রা.)-কে নির্দেশ দিলেন বাকি লোকদেরকেও ডেকে আনার জন্য। তারপর তিনি সবার মধ্যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বিতরণ করলেন। প্রত্যেকের ভাগে চারটি উট বা চল্লিশটি ছাগল পড়ল।

মহানবী (সা.) কুরাইশদের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ দেওয়ার একটি কারণ ব্যাখ্যা করে বললেন যে, তিনি কুরাইশদের মন জয় করার জন্য এমনটি করছেন, কারণ তাদের কুফর থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার বেশি সময় হয়নি। এই সুযোগে কিছু মুনাফিক যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনে আপত্তি জানাল এবং এই অভিযোগও করল যে, (নাউযুবিল্লাহ্) তিনি (সা.) সম্পদ বণ্টনে ইনসাফ করেননি এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অনুযায়ী কাজ করেননি।

মহানবী (সা.) যখন এই কথা শুনলেন, তখন তাঁর চেহারা রক্তিম হয়ে গেল এবং তিনি বললেন যে, যদি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলও ইনসাফ না করেন, তাহলে কে ইনসাফ করবে? তারপর তিনি বললেন, **আল্লাহ্ আমার ভাই মূসার প্রতি দয়া করুন, কেননা তাকে এর চেয়েও অনেক বড় কষ্ট দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি তা ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করেছিলেন।** এরপর আরেকজন দাঁড়াল এবং সেও বণ্টনে আপত্তি জানাল। তখন তিনি (সা.) বললেন, **তোমার অমঙ্গল হোক! যদি আমার কাছেই ইনসাফ না থাকে, তাহলে কার কাছে আছে?** হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং হযরত উমর দাঁড়ালেন এবং নিবেদন করলেন, **যদি আপনি অনুমতি দেন, তাহলে এখনই তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া যায়।** মহানবী (সা.) বললেন, **না, হতে পারে এই ব্যক্তি সালাত আদায় করে।** এতে খালিদ আরজ করলেন, **কোনো সালাত আদায়কারী কি এমন কথা বলতে পারে যা তার অন্তরে নেই?**

মহানবী (সা.) বললেন, **খালিদ! আমাকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়নি যে আমি মানুষের অন্তর বা বুক চিরে দেখব।**

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

19 September 2025

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat